Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 59:54 min.
ID: IDI_AMR302_HH_R_22 May 17.
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	28	Class-VI	HDM	40,000 BDT	2 months - male	70 Y-Female	Banglai	Total=4; Child-2, Children's Mother (Res.), Mother-in-law

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, আপার নামটা?

উত্তরদাতা: ...।

প্রশ্নকর্তা:...। আর আপনার বয়স?

উত্তরদাতা: আটাস বছর।

প্রশ্নকর্তা: আটাস বছর। আর এই ঠিকানা বলতে গেলে কি বলতে হবে, এখানকার ঠিকানা

উত্তরদাতা: ..... পাড়া, (নাম).... পাড়া।

প্রশ্নকর্তা: ..... পাড়া, (নাম).... পাড়া । আর কার বাড়ি বলতে হবে?

উত্তরদাতা: এখন তো আমরা ভিন্ন আছি। একেকজনের বাড়ি একক জায়গায়। মানে যদি বলতে হয় আমাদের বাড়ি, এটা ..... বাড়ি।

প্রশ্নকর্তা: .....?

উত্তরদাতা: হ্যা, বললে হবে যে ..... বাড়িতে। ঐ বাড়ি আরকি

প্রশ্নকর্তা:..... বাড়ি

উত্তরদাতা:আর ওর আব্বুর নাম এমনে .....।

প্রশ্নকর্তা: .....?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর আপনাদের পরিবারে কয়জন থাকেন?

উত্তরদাতা:ছোট বড় এখন চারজন।

প্রশ্নকর্তা:চারজন, একটু বলবেন , কে কে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে আর আমি।

প্রশ্নকর্তা:আর যে ছোট বাচ্চা দেখলাম, তার বয়স কত?

উত্তরদাতা:পাঁচ্চল্লিশ দিন।

প্রশ্নকর্তা: পাঁচ্চল্লিশ দিন। আর বড়টার?

উত্তরদাতা:পাঁচ বছর চলতেছে।

প্রশ্নকর্তা:পাঁচ বছর চলতেছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার শ্বাশুড়ির বয়স কত?

উত্তরদাতা:সত্তর বছর।

প্রশ্নকর্তা:সত্তর বছর। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ভাই কি করেন?

উত্তরদাতা:বিদেশ থাকে।

প্রশ্নকর্তা:বিদেশ থাকেন। কবে গেছেন?

উত্তরদাতা:দুই মাস।

প্রশ্নকর্তা:দুই মাস হলো, না? আচ্ছা, আপা, তাহলে আমরা ইনকামের কথাতেই আসি। ইনকাম কত যেন আপনাদের?

উত্তরদাতা:প্রতিদিন এক হাজার করে,মাসে ত্রিশ হাজার।

প্রশ্নকর্তা:এটা বলছিলেন হচ্ছে যে ভাই বিদেশ গেছে

উত্তরদাতা:বিদেশ যাওয়ার আগে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা,

উত্তরদাতা:বিদেশ যাওয়ার পরে টাকা এখনো পাঠায় নাই।

প্রশ্নকর্তা:ঠিক আছে। এবার বলেন যে , আপনার কি এরকম গরু ছাগল , হাঁস মুরগী

উত্তরদাতা:গরু আছে।

প্রশ্নকর্তা:গরু আছে?

উত্তরদাতা:একটা।

প্রশ্নকর্তা:একটা। আর এরকম কি কি আছে?

উত্তরদাতা:হাঁস আছে দুইটা, মুরগী আছে আট দশটা। ছোট ছোট বাচ্চা সাথে। আর ছাগল নাই।

প্রশ্নকর্তা:ছাগল নাই?

উত্তরদাতা:না। ছাগল পালিনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আর অন্য কোন কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। আছে। কবুতর আছে দুইটা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এটাই। কবুতর। কবুতর ছাড়া আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। আর কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আমরা এই করবো হচ্ছে, একটু এটা বলেন তো আপনার ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাটা কিরকম?

উত্তরদাতা:ভালো।

প্রশ্নকর্তা: ভালো বলতে কিরকম, এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:পাকা করা। টিনের

প্রশ্নকর্তা:টিনের?

উত্তরদাতা:হ্যা। টিনের মানে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ঐখানে কি অন্য কেউ ব্যবহার করে ঐটা?

উত্তরদাতা:না। শুধু আমার পরিবার ব্যবহার করে।

প্রশ্নকর্তা: শুধু পরিবার। ঐযে চাচিকে পানি আনতে দেখলাম, কোথা থেকে পানি আনে?

উত্তরদাতা: টিউবওয়েল আছে, আমাদের টিউবওয়েল আছে।

প্রশ্নকর্তা: টিউবওয়েল আছে। তারপর ঐটা তো খাওয়ার পানি?

উত্তরদাতা:হ্যা, খাওয়ার পানি।

প্রশ্নকর্তা:আর কিভাবে ইয়ে করেন, একটু বলবেন। পানি কিভাবে ব্যবহার করেন, কোথা থেকে , কি

উত্তরদাতা:পানি টিউবওয়েল থেকে ব্যবহার করি। আর অন্যান্য, অন্য কোথাও থেকে ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নকর্তা:মানে কি কি কাজে ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা:ভাত রান্না করার কাজে, খাওয়া দাওয়া, গোসল, কাপড় চোপড় ধোয়া মানে সবকিছু।

প্রশ্নকর্তা:সবকিছু ঐ টিউবওয়েলের পানি দিয়ে

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর আপনার বাড়ি হয়তেছে, এগুলা কি? পিলারগুলো কি পাকা নাকি এগুলা খাট, আমি বুঝলাম না।

উত্তরদাতা:এই যে কাঠ।

প্রশ্নকর্তা:না, না। এই পিলারগুলো।

উত্তরদাতা:এই খাম্বি?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। এগুলো কি পাকা?

উত্তরদাতা:হ্যা। সিমেন্টের খাম্বা।

প্রশ্নকর্তা:পাকা দিয়ে আর হচ্ছে আপনার টিনের

উত্তরদাতা:টিনের বেড়া, টিনের ছাউনি।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি কারেন্ট দিয়ে চলতেছে নাকি আপনাদের কোন জেনারেটর লাইন?

উত্তরদাতা:না। কারেন্ট দিয়ে চলতেছে, পল্লী। জেনারেটর নাই।

প্রশ্নকর্তা:আর কিছু আছে আপনার পরিবারে এই খাট, শোকেস ছাড়া আর কিছু?

উত্তরদাতা:খাট আছে, শোকেস আছে, আলনা আছে। টেবিল আছে।

প্রশ্নকর্তা:এগুলা ছাড়া আর কিছু আছে? টেলিভিশন বা এরকম?

উত্তরদাতা:টেলিভিশন আছে।

প্রশ্নকর্তা: :টেলিভিশনও আছে। আর একম কি কি আছে?

উত্তরদাতা:গ্যাসের চুলা আছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তার বাদে ঐ ঘরেও আছে, চকি আছে। ডেস্ক আছে। তার বাদে ভাত রাখার জন্য র‍্যাক আছে।

প্রশ্নকর্তা:তো এই বাড়ি আপনার কয়টা? মানে এটাতে আপনারা থাকেন।

উত্তরদাতা: এই ঘরে আমি থাকি। আমার শ্বাশুড়ি থাকে, আর ঐ ঘরে আমার ভাসুরের ছেলে থাকে।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু সে কি আপনাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে?

উত্তরদাতা:না। আমাদের সাথে খায়না।

প্রশ্নকর্তা:আপনারা আলাদা খান?

উত্তরদাতা:আলাদা খায়। ঐ পাশে বাড়ি। আমার ঐ ঘরে থাকার লোক নাই। এজন্য আমার ভাসুরের ছেলে ঐ ঘরে থাকে। আর আমরা এই ঘরে থাকি।

প্রশ্নকর্তা:আর এটা কার মানে কার বাড়ি? মালিক কে?

উত্তরদাতা:মালিক আমার স্বামী।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আর কোন জায়গা জমি কিছু আছে আপনাদের?

উত্তরদাতা:জায়গা জমি আছে।

প্রশ্নকর্তা:কতটুকু হবে, একটু বলবেন।

উত্তরদাতা:চালান্নোয় পঞ্চাশ ডেসিমেল হবে আর বেদে ত্রিশ ডেসিমেল।

প্রশ্নকর্তা:বুঝি নাই।

উত্তরদাতা: ত্রিশ ডেসিমেল।

প্রশ্নকর্তা: ত্রিশ ডেসিমেল কিসে,

উত্তরদাতা:বেদে মানে ইয়ে বুনে, ধান ক্ষেত বুনে।

প্রশ্নকর্তা:ধান ক্ষেতের জন্য

উত্তরদাতা: ধান ক্ষেতের জন্য ত্রিশ ডেসিমেল হয়।

প্রশ্নকর্তা:আর কি বললেন?

উত্তরদাতা: আর এইযে চারার জন্য এইযে গাছগাছালি বুনে। -----এগুলার জন্য মানে চালায় ৫:৫১

প্রশ্নকর্তা:চালায় বলতে কি করে ঐটা দিয়ে, বুঝি নাই। আর একটু বুঝায় বলেন আমাকে।

উত্তরদাতা:ঐযে বাগান, গাছ বুনে রাখছে। মানে এছাড়া আর কোন

প্রশ্নকর্তা:ও, গাছ লাগায়ছেন?

উত্তরদাতা:গাছ লাগানো জায়গা। মানে ধানক্ষেত বোনা যায়না।

প্রশ্নকর্তা:গাছ লাগানো যায়।

উত্তরদাতা:ঘরবাড়ি করা যায়। লাউ গাছ , শিম গাছ এগুলা বোনা যায়। লাল শাক, পালং শাক বোনা যায়।

প্রশ্নকর্তা:এরকম কতটুকু আছে?

উত্তরদাতা:পঞ্চাশ ডেসিমেল।

প্রশ্নকর্তা: পঞ্চাশ ডেসিমেল, ত্রিশ ডেসিমেল মোট আশি ডেসিমেল আপনাদের জায়গা আছে।

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নকর্তা:কার নামে এগুলা?

উত্তরদাতা:আমার স্বামীর নামে।

প্রশ্নকর্তা: স্বামীর নামে। তো আপনাদের ইনকাম তো ঐ জায়গা থেকেও আসে মনে হচ্ছে।

উত্তরদাতা:হ্যা, ঐ জায়গা থেকে ধান আসে। ধান, আট মন মনে হয় হবে ধা পাইছি। বেশী বুনি নাই ধান ক্ষেত। ওর আব্বু বিদেশ গেছে গা দেখে বুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে ঐখান থেকেও কিছু টাকা পয়সা আপনাদের ইয়ে হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কত হতে পারে আনুমানিক?

উত্তরদাতা:টাকা পয়সা মানে ধান আসে আরকি। আর কিছু না।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা টাকা হিসাব করলে কতটুকু হতে পারে?

উত্তরদাতা:ধানের দাম তো এক হাজার টাকা মন।

প্রশ্নকর্তা:মন? আপনি পাইছেন কত মন?

উত্তরদাতা:সাত আট মন হবে। ছয় সাত হাজার টাকা ধরেন।

প্রশ্নকর্তা:সাত মন পাইলে , ছয় সাত হাজার টাকা। তার মানে হচ্ছে আপনাদের আয় কত তাহলে ঐ হিসাবে?

উত্তরদাতা:ঐ হিসাবে মানে ধান, ধান আছে, ধান হিসাব করলে ছয় সাত হাজার টাকা। আর কাঁঠাল গাছ আছে। বিক্রি করি নাই। তারপরও ধরেন হাজার বারো শ টাকার মতো কাঁঠাল বিক্রি করা যায়। আম তো নাই। যেটি আছে ঐটি খাওয়ার জন্য। বিক্রির জন্য না।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে তো আপনার ইনকাম তো আর একটু বাড়বে। ত্রিশ হাজার বলছিলেন। কত হয়তে পারে?

উত্তরদাতা:ত্রিশ চল্লিশ হাজারের মতো।

প্রশ্নকর্তা: চল্লিশ হাজার হবে?

উত্তরদাতা:সাত হাজার টাকা যদি ধান, কাঁঠাল

প্রশ্নকর্তা:মানে অন্যান্য থেকেও আছে আরকি। আচ্ছা, আপা তাহলে এই বিষয়টা গেল। আমরা একটু কথা বলি আপনাদের এই স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে। ধরেন পরিবারে ছোট বাচ্চা ও আছে যেমন আপনার পরিবারে তেমনি বয়স্ক লোকও আছে। তাহলে আপনার পরিবারে সবাই কি এখন সুস্থ আছেন আপনারা?

উত্তরদাতা:হ্যা. এখন সবাই সুস্থ।

প্রশ্নকর্তা:এখন সবাই সুস্থ আছেন। আর এরকম কি কখনো হয়েছে পরিবারের মধ্যে কেউ একজন অসুস্থ হয়ে গেল। তারপরে আপনি সেটা কিভাবে বুঝতে পারেন? আপনি যেহেতু এখানকার , স্বাস্থ্য বিষয়ে এগুলা আপনি দেখেন পরিবারের মধ্যে। কার কি হয় না হয়

উত্তরদাতা:বাচ্চার মনে করেন জ্বর আসে। ঠান্ডা লাগে, কাশ। তখন তো আমি বুঝি।

প্রশ্নকর্তা:কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা:জ্বর আসছে, মানে গায়ে হাত দিলেইতো বোঝা যায় জ্বর আসছে। বাচ্চা কান্না করতেছে। কিছু তো খায়তেছেনা।

প্রশ্নকর্তা:আর বাকীদের বিষয়ে?

উত্তরদাতা:বাকীদের, আমার শ্বাশুড়ি তো মানে জ্বর ঔষধ খুব কম খান। মানে হার্টের সমস্যা দেখে ভয় পায়। সব ডাক্তারের ঔসধ উনি খাননা। উনি হার্টের ডাক্তার যে ঔষধ দেয়, ঐ ডাক্তারের ঔষধ হলে খায়। জ্বর খুব কম আসে। খুব কম আসে। উনি ঔষধ খায়। আর বাচ্চার এখন অনেকদিন ধরেই জ্বর হয়না।

প্রশ্নকর্তা:বড়টার?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চা তো এটার এখন পর্যন্ত কোন আল্লাহর রহমতে কোন সমস্যা হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে অন্য যেমন, আপনার স্বামী ছিলেন, ভাই ছিলেন। উনার বিষয়ে বা আপনার বিষয়ে এগুলা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:আমার স্বামী তো মনে করেন , উনি ঔষধ খায়না। উনার অসুখ থাকেনা। উনার মানে পায়ে একটু ব্যথা আছে। তার জন্য উনি কোন ঔষধ খায় নাই। মানে ডাক্তারে বলছে যে ক্যালসিয়ামের অভাব হতে পারে। তো উনি ক্যালসিয়ামের ঔষধ খায়। তাছাড়া অন্য কোন ঔষধ খায়না।১০:০০

প্রশ্নকর্তা:ক্যালসিয়ামের ঔষধ খায়ছিলেন উনি?

উত্তরদাতা: খায়ছিলেন মানে কি দিয়ে দিছিলাম বিদেশ যাওয়ার সময়। এখন মনে হয় খায়তেছে। দিয়ে দিছি যাওয়ার সময়। দেশ থেকে তো সবসময় লোক যায়না। এজন্য দিয়ে দিছি যাওয়ার সময়।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আপনার বিষয়ে বলুন। আপনি কখনো অসুস্থ হয়ছেন কিনা। আপনার নিজের বিষয়টা আপনি বলেন। নিজে কিভাবে বুঝতে পারেন অসুস্থতা?

উত্তরদাতা: অসুস্থ মানে যেমন এখন আমার ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা লাগছে, ঔষধ খাই নাই। মাথা ব্যথা। তাও ঔষধ খাইনি। রাতের থেকে সমস্যা। আর আমার যখন জ্বর আসে, ঠান্ডা লাগে, তখন তো আমি বুঝি। জ্বর আসে বছরে একবার হয়তো। আসে জ্বর। জ্বরের ঔষধ খাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, কিভাবে ঔষধটা খান একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ঐ,ডাক্তারে বইলা দেয়। মানে সকালে, বিকালে বা দুপুরে। ডাক্তার যেভাবে বইলা দেয়, ঠিক ঐভাবে খাই।

প্রশ্নকর্তা:এখন আপনি কি বললেন, অসুস্থ হলে ঔষধ খান এখন ডাক্তার বলে দেয়, বললেন। যেভাবে বলে ঐভাবে খান।

উত্তরদাতা:ঐভাবে খাই।

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তারের কাছে কি তাহলে আপনি অসুস্থ হলে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। অসুস্থ হলে যাই।

প্রশ্নকর্তা:সর্বশেষ আপনি কখন গেছিলেন ডাক্তারের কাছে?

উত্তরদাতা:সর্বশেষ মানে কি যে পাচ্চঁল্লিশ দিন আগে ডাক্তারের কাছে মানে পাশের এক শহরে গিয়ে সিজার হয়ে আসলাম।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে ঐটা একটু বলেন। ঐখানে আপনি কি কি ঔষধ, কিভাবে গেলেন, এটই বিষয়টা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:গেলাম। যাওয়ার পর মানে আলট্রা করলো। প্রথম বাচ্চা তো সিজারে। দ্বিতীয়টাও সিজারে। আলট্রা করার পরে মানে সিজার করলো। তারপর সিজার করার পর সিটে আনলো। তারপর ঔষধ, উনারাই ঔষধ দিছে। ঔষধ ডাক্তাররাই খাওয়ায়ছে। নার্স আছে। নার্সরাই খাওয়ায়ছে।

প্রশ্নকর্তা:ঐখানে কতদিন ছিলেন?

উত্তরদাতা:তিন দিন।

প্রশ্নকর্তা: তিনদিন ছিলেন? ঔষধ কি আর পরে, সাথে করে কিছু দেয় নাই। ঐটা তো উনারা খাওয়ায়ছে

উত্তরদাতা:ঔষধ দিছিল।

প্রশ্নকর্তা:ঐগুলা কিভাবে খায়ছেন বা কয়টা ঔষধ দিছিল, মনে আছে কিনা, কি কি নাম

উত্তরদাতা:নাম মনে নাই। সকালে খাইছি, বিকালে খাইছি, দুপুরে খাইছি। সাত, পনের দিনের ঔষধ দিছিল মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা:কতদিন?

উত্তরদাতা:আছে না, পনের দিন, কয়েকটা সাতদিন, কয়েকটা পাঁচ দিন। কয়েকটা তিন দিন। এভাবে খাইছি।

প্রশ্নকর্তা:এভাবে খায়ছেন। না?

উত্তরদাতা:পরে পাঁচদিন পরে ড্রেসিং করবার গেছিলাম। তখন আবার ঔষধ লিখে দিছিল এই সিনকারা।

প্রশ্নকর্তা:কি

উত্তরদাতা:সিনকারা।

প্রশ্নকর্তা:সিনকারা? ঐগুলা কিজন্য দিছিল আপনাকে?

উত্তরদাতা:ঐগুলা মানে আমার শরীর দুর্বল, আর খায়লে বাচ্চা বুকের দুধ পায়বো। এজন্য দিছিল।

প্রশ্নকর্তা:কতদিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা:দুইটা দিছে। ছয় চামচ কইরা দুই বেলা খায়তে বলছে। একটা খাওয়া শেষ। আর একটা রয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:এরকম আর কি ঔষধ দিছিল বা আপনার কাছে ঔষধের নাম যদি মনে না থাকে, প্রেসক্রিপশন আছে না? মানে একটা কাগজে লিখে দেয় ডাক্তাররা।

উত্তরদাতা:আছে। বাপের বাড়িতে রেখে আসছি নাকি। সিজারে তো আমি এখানে আসছিলামনা। আমার বাপের বাড়ি গেছিলাম। প্রথমে ঐখানে এক মাস থাইকা তারপর স্বামীর বাড়িতে আসছি। ঐ বাড়িতে মনে হয় রাইখা আসছি।

প্রশ্নকর্তা:ঔষধের কোন প্যাকেট বা ইয়াগুলো আছে?

উত্তরদাতা:কোনকিছুই নাই। ঐ বাড়িতেই তো খাইছি।

প্রশ্নকর্তা:তো বললেন যে একটা এখনো বাকী আছে। ঔষধ খাওয়া। শেষ করেন নাই।

উত্তরদাতা:এইযে।

প্রশ্নকর্তা:ও, এটা। সিনকারা। এটা কে দিছিল আপনাকে।

উত্তরদাতা:ঐখানে ডাক্তারে লিখে দিছিল।

প্রশ্নকর্তা:হামদর্দের ঔষধ। হারবাল।

উত্তরদাতা: পাশের এক শহর থেকেই কিনে আনছি।

প্রশ্নকর্তা:যেখানে আপনি , আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ডাক্তার আপনার সিজার করছিল, ঐ ডাক্তার দিছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐ ডাক্তারই দিছিল।

প্রশ্নকর্তা:সিজার করছেন কোন হসপিটালে?

উত্তরদাতা:সিজার করছি পাশের শহরে এক ক্লিনিকে।

প্রশ্নকর্তা: পাশের শহরে ক্লিনিক। এটা কোথায় বললেন, পাশের এক শহর।

উত্তরদাতা: পাশের এক শহর। --১৫:০০

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এটা একটু বলেন , আপনার শ্বাশুড়ি যে হার্টের অসুখ বললেন। ঐ হার্টের অসুখ উনার কতদিন থেকে? সমস্যাটা কি আসলে?

উত্তরদাতা:সমস্যা মনে হয় পনের বিশ বছর আগে হবে মনে হয়। আমার বিয়ের আগে থেকেই। আমার বিয়ে হয়ছে নয় বছর। তখন তিনি পাশের এক শহরে মনে হয় ভর্তি ছিল। ভর্তি ছিল মনে হয়। তার পরের থেকেই ঔষধ খায়।

প্রশ্নকর্তা:কি সমস্যা একটু বলবেন।

উত্তরদাতা:আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা বলতে পারবেন না?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি জানে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে উনার কাছ থেকে এটা আমরা পরে জানবো।

উত্তরদাতা:উনি বলতে পারবে যে কেমনে ভর্তি হয়ছিল, কি সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা:এখন কি সমস্যা এটা? এখন কি সমস্যা এটা জানেন? হার্টের সমস্যা তো একটা, কি ধরনের আরকি, কি ইয়া, আসলে রোগটা কি আরকি।

উত্তরদাতা:বুক ব্যথা করে। তার জন্য ঔষধ খায়। মানে কি কি সমস্যা , কিভাবে হয়ছিল।

প্রশ্নকর্তা:নিশ্বাসে, শ্বাস-প্রশ্বাসে?

উত্তরদাতা:না, শ্বাস কষ্ট নাই।

প্রশ্নকর্তা:এরকম না?

উত্তরদাতা:শুধু বুক ব্যথা। ব্যথার জন্য মানে হার্টে চাপ দিলে ব্যথা করে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে ধরেন এখানে যদি আপনারা কেউ অসুস্থ হন বাড়িতে, আপনি বা হচ্ছে যে আপনার ছোট বাচ্চা, পাশেও যদি হয়, ধরেন আপনার স্বামী অথবা হচ্ছে আপনার শ্বাশুড়ি অসুস্থ হয়ে গেলেন। বাড়ির মধ্যে তো বলা যায়না, কে কখন হয়। যখন অসুস্থ হয়ে যান, তখন আপনারা প্রথমে কার কাছে যান কিভাবে যান?

উত্তরদাতা:মনে করেন যদি শুধু ঠান্ডা জ্বর যদি লাগে মানে হালকা, মানে খুব সমস্যা না। তাহলে মনে করেন, আমাদের গাঁয়ের যে ডাক্তার আছে, ঐ ডাক্তারের কাছেই যাই। আর যদি আর বাচ্চাদের মনে করেন এমন কোন সমস্যা হয় নাই মানে যে হাসপাতালে যাওয়ার মতো। হয় নাই। এমনি যে জ্বর আসে, ঠান্ডা লাগে , কাশ। তখন ঐযে গাঁয়ের ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ আনি। তখন সাইরা যায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এই গাঁয়ের ডাক্তার বললেন, কার কাছে যান? ডাক্তারের নামটা?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের নাম হলো ডা:৫।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৫। তাকে কি নামে চিনে সবাই?

উত্তরদাতা: ডা:৫ নামে চিনে।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৫?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:উনি কোথায় বসেন?

উত্তরদাতা: এই গ্রামে।

প্রশ্নকর্তা: এই গ্রামে। উনার কি চেম্বার, দোকান নাকি কি?

উত্তরদাতা:দোকান।

প্রশ্নকর্তা:দোকান। উনি কিরকম ডাক্তার?

উত্তরদাতা:আমাদের পরিচিত যেটুক মনে করেন

প্রশ্নকর্তা:ধরেন পাস করা বড় ডাক্তার কিনা, যেখানে ভিজিট দিয়ে

উত্তরদাতা:না, ভিজিট লাগেনা।

প্রশ্নকর্তা: ভিজিট লাগেনা।

উত্তরদাতা:এমনিই, পাস করা না।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে হচ্ছে উনার কাছে যখন যান, কিভাবে এই বিষয়গুলো বলেন, আপনাদের অসুস্থতার বিষয়গুলো?

উত্তরদাতা:বলি মানে যে বাচ্চার ঠান্ডা জ্বর কাশ, তখন মানে জ্বর মাপে। কতটুকু জ্বর আছে। মেপে দেখে যে কত জ্বর আছে। ঐ পরিমান জ্বর মেপে তারপর ঔষধ দেয়। কম থাকলে মানে জ্বর বেশী থাকলে যে ঔষধ দেওয়া যায় , ঐটাই দেয়। আর কম থাকলে মনে করেন যে কমের মধ্যে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তো এরকম কয়টা ঔষধ দেয়, ধরেন মনে করে দেখেন একটু , বাচ্চাকে কোনবার, বাচ্চাকে বলেন বা নিজের জন্যই বলেন, এইযে ঠান্ডা কাশি বলছেন, ঠান্ডা বেশী লাগলে গাঁয়ের ডাক্তারের কাছে যান। তো উনি কখনো কি একটা দুইটা তিনটা ,কত ধরনের ঔষধ দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা:তিন ধরনের ঔষধ দেয়। সময়ে দুই ধরনের ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা:এটা কিরকম হতে পারে?

উত্তরদাতা:নাপা দেয়। জ্বরের জন্য। ঠান্ডা কাশির জন্য যে ঔষধ দেয়, এগুলার কথা মনে নেই।

প্রশ্নকর্তা:তো এটা একটু বলেন যে , উনি যখন ঔষধটা দেন, উনি কি কোন কাগজে লিখে দেয় নাকি , ঔষধের নাম বা ইয়ে কাগজে লিখে দিয়ে আপনাকে দেয় কিনে নেয়ার জন্য নাকি কিভাবে দেন? ২০:০০

উত্তরদাতা:না। উনিই দেয়। উনার ঘরে ঔষধ আছে, ঐগুলাই দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কাগজে লিখে দেয় না।

প্রশ্নকর্তা: লিখে দেয় না। তাহলে আপনি কিভাবে বোঝেন কিভাবে খেতে হবে, বা এই বিষয়

উত্তরদাতা:উনি বলে দেয়। ঔষধের খাপের উপরে লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: খাপের উপরে বলতে?

উত্তরদাতা:যে দুই চামচ করে তিনবার।

প্রশ্নকর্তা:ঔষধের বক্সে লিখে দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এই রকম কিভাবে , কতদিনের ঔষধ দেয়, একটু বলবেন। কতদিনের এবং

উত্তরদাতা:সাতদিনের ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। সাতদিন। কতদিন মানে দিনে কয়টা করে খেতে হবে এরকম কিছু বলে?

উত্তরদাতা:আছে যে একটা দেয় তিন বেলা। আবার একটা আছে দেয়, শুধু রাতে খাওয়ার জন্য। আবার একটা আছে দুইবেলা।

প্রশ্নকর্তা:তো এর মধ্যে উনি কি এরকম কিছু বলেন কিনা, আরো কোন নির্দেশনা দেন কিনা এখানে? পরার্মশ বা কিভাবে খেতে হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা, পরার্মশ দেয়। জ্বর আসলে

প্রশ্নকর্তা:বা কোনটা গুরুত্বর্পূন এরকম

উত্তরদাতা:খুব জ্বর আসলে মাথায় পানি দেওয়ার জন্য, শরীর মুছে দেওয়ার জন্য, গোসল না করাতে। যে গোসল করাবেন না শুধু শরীর মুছে দিবেন। মাথায় পানি দিবেন বা মাথা ভিজে, মাথা মুছিয়ে দিবেন। এভাবে পরার্মশ দেয়। ঠান্ডা লাগলে মানে কাশ থাকলে ফ্রিজের কোন জিনিস খাওয়াবেন না, ঠান্ডা জিনিস খাওয়াবেন না। এগুলা বইলা দেয়।

প্রশ্নকর্তা: তো আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন ঔষধগুলো দেয়, বললেন দিনে হয়তো তিনবার খেতে বলে , দুইবার খেতে বলে

উত্তরদাতা:জ্বরের যেটা আছে, ঐটা তিনবার দেয়। আর কাশ যেটা আছে, দুইবার। আর ঠান্ডার জন্য শুধু রাতে দেয় খাওয়ার জন্য।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এগুলা কি ট্যাবলেট, সিরাপ, কি?

উত্তরদাতা:সিরাপ।

প্রশ্নকর্তা:সিরাপ। বাচ্চাদের জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চাদের জন্য।

প্রশ্নকর্তা:তো এর মধ্যে কি কোনটা গুরুত্বর্পূন বা এরকম কিছু বলেন কিনা। তিনটা যে ঔষধ দিলেন, তিনটার মধ্যে কোনটা গুরুত্বর্পূন বা কিভাবে ইয়ে

উত্তরদাতা: এই যে ঠান্ডার অনেকটা আছে যে গোলা থাকেনা, বাড়িতে পানি ফুটিয়ে গোলানো লাগে। অনেকটা আছে ছয় চামচ, অনেকটা আছে বারো চামচ। যে পানি গরম করে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তারপর গোলানো।

প্রশ্নকর্তা:কয় চামচ দেওয়া হয়?

উত্তরদাতা:পানি কয় চামচ দেয়

প্রশ্নকর্তা:ঔষধ কয় চামচ দেওয়া লাগে ঐ গরম পানির মধ্যে? উত্তরদাতা:ঐ বোতলে মানে ঔষধ থাকে। বোতলে ঔষধ থাকে, ঐখানে পানি দেওয়া লাগে। অনেকটা আছে ছয় চামচ দেওয়া লাগে, অনেকটা আছে বারো চামচ দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম এই ঔষধগুলো যখন উনি দেয়, এই তিনধরনের ঔষধ নিতে হবে ধরেন, বললেন উনি। তো আপনি সব, তিনধরনেরই ঔষধ কিনে নিয়ে আসেন একসাথে? এনে এখানে ধরেন আপনার অন্য কোন নাকি, আপনি কিছু রেখে বাকীগুলো নিয়ে আসেন, এরকম কি?

উত্তরদাতা:না। তিনটাই নিয়ে আসি। যেহেতু বাচ্চার সমস্যা। রেখে আসিনা। নিয়েই আসি। সমস্যা তো।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন ঐ সময়ে অনেক সময় টাকা থাকেনা বা এরকম কিছু যখন হয় বা এরকম

উত্তরদাতা:টাকা না থাকলে বাকী

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, তাও আপনি ঔষধ

উত্তরদাতা:নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা:এটাতো গেল বাচ্চার জন্য। এখন আপনার বা ভাইয়ের বা আপনার শ্বাশুড়ির এরকম কিছু হলে আপনারা কিভাবে করেন? ডাক্তার যদি ঔষধ দিল আপনাকে, লিখে দিল বা বললো এই ঔষধ এতগুলো লাগবে এতদিনের জন্য। দাম যদি বেশী হয়ে যায় বা কম হয়ে যায়, এই যে বিষয়গুলো আপনারা কিভাবে করেন আরকি। এটাতো বাচ্চার কথা বললেন।

উত্তরদাতা:আমার জ্বর আসলে ঐযে প্যারাসিটেমল, নাপা এগুলা খাই।

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তার দেখান নাকি নিজেই?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তারের কাছে যেয়ে তারপরে, আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা:নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ধরেন বাড়ির মধ্যে আপনাদের হঠাৎ করে ঔষধ লাগলো কারো। এখন নিতে যান কে বাড়ির মধ্যে থেকে? বা কোথায় প্রথমে যান?

উত্তরদাতা:ঔষধ কেনার জন্য আমিই যাই।

প্রশ্নকর্তা:আপনিই যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কেন আপনি যান আপা?

উত্তরদাতা:যেমন আমার বাচ্চার ঔষধের জন্য আমি যাই। আম্মার ঔষধের জন্য আমি যাই। আর আমার স্বামীর ঔষধের জন্য আমার স্বামী যায়। উনিই যায় ঔষধের জন্য।

প্রশ্নকর্তা:মানে আমি বলতে চাচ্ছি আপনি কেন যাচ্ছেন? অনেকেই দেখছি গ্রামে গঞ্জে অনেকে বলে হচ্ছে মেয়েরা বাইরে বের হয়না এরকম আরকি। জানতে চাচ্ছি যে, আপনি তো একটু আলাদা।

উত্তরদাতা:এখন তো আমার শ্বশুরও নাই, দেবরও নাই, ভাসুরও নাই। আমার স্বামী বাড়িতে নাই। তাহলে আমার ঔষধ তো আমারই আনা লাগবো। আর যখন স্বামী দেশে ছিল, তখন উনিই আনছে আমার ঔষধ। এমন সময় যদি হয়ছে মানে প্রেশার বেশী থাকছে, খারাপ লাগছে, তাহলে সাথে নিয়া গেছে। উনি দেশে থাকতে উনি নিয়ে গেছে আমাকে সাথে।

প্রশ্নকর্তা:তারপরে আপনি গেছিলেন উনার সাথে। গিয়ে আপনি কিনে নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতা:মানে প্রেশারটা কিরকম, প্রেশার মাপছে মানে কিজন্য খারাপ লাগছে মানে মাথা, হয়তো মাথা ঘুরতেছে, শরীর দুর্বল, প্রেশারটা কিসের জন্য বাড়ছে। এজন্য সাথে নিয়ে যায়য়া প্রেশার মাইপা তারপরে ঔষধ আনে। আর এখন তো বাড়িতে নেই। এখন তো মনে করেন যে আমারই যাওয়া লাগবো। শ্বশুর তো নাই যে শ্বশুর যায়বো। শ্বাশুড়ি তো তেমন বুঝেনা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে বলা যায় যে বাড়ির মধ্যে আপনি হচ্ছেন সবগুলো করতে হয় আপনাকে।

উত্তরদাতা:এখন মানে আড়াই বছর আমি কিছুই করি নাই। যখন আমার স্বামী দেশে ছিল।

প্রশ্নকর্তা:কিছু করেন নাই বলতে?

উত্তরদাতা:মানে ঔষধ, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ঔষধ কেনা। এগুলা আমি করি নাই। বাড়ির চিন্তা ভাবনা যা কিছু উনিই করেছেন। মানে এখন গেছেগা, এখন মনে করেন যে, আমারই করা লাগে সবকিছু। চিন্তা ভাবনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ঐযে বললাম ঔষধ কেনার জন্য আপনারা কোন দোকানে যান? একটা মানুষের অনেক সময় পছন্দ থাকে যে আমি সবসময় ঐ দোকানে যাই বা এরকম আরকি। আপনার কোন এরকম নির্দিষ্ট কোন দোকান আছে কিনা, আপনারা যেখানে যান?

উত্তরদাতা:আমরা ঔষধ এক জায়গা থেকেই কিনি।

প্রশ্নকর্তা:কোথায়?

উত্তরদাতা:মানে বাজারে মানে আমাদের গাঁয়ের থেকে।

প্রশ্নকর্তা: কোন দোকান থেকে?

উত্তরদাতা:ঐযে বললাম।

প্রশ্নকর্তা:ঐ ডাক্তারের দোকান থেকে?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের দোকান থেকে।

প্রশ্নকর্তা:তো ঐখানে কেন যান আপনারা সবসময়?

উত্তরদাতা:ঐখানে যাই মানে ঔষধ ভালো। বাচ্চার ঔষধ, যে দোকানের ঔষধ খেলে যে ডাক্তার ,ভালো ঔষধ দিলে বাচ্চার অসুখ সারে। এজন্য উনার কাছে যাই। আর উনি যদি বলে যে, না, এখন এই ঔষধ আমি দিতে পারবোনা। তাহলে বলে যে, আপনি অন্য জায়গা থেকে নেন। আমার কাছে মানে নেই। আমি দিতে পারুমনা। যদি না পারে তো না বইলা দেয়। আর যদি পারে তো দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে এরকমও ঔষধ উনি আপনাকে খায়তে বলে যেটা হচ্ছে উনার দোকানে পাওয়া যায়না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এরকম কয়বার হয়ছে, মনে করতে পারেন? মানে ঔষধ গুলো কি ধরনের ঔষধ যেগুলো উনার দোকানে পাওয়া যায়না?

উত্তরদাতা:মানে বাচ্চার আছে না যে এই সমস্যা। দিলে হয়তো কোন খারাপ হতে পারে। তখন যে মানে আমার ছোট ছেলের চোখ কেতরাইলো। সমস্যা, চোখে পানি পড়লো। পরে গেছিলাম। তখন বললো, যে, বাচ্চা এটার ঔষধ আমি দিতে পারবোনা। পরে দেয় নাই। পরে আইসা পড়ছি।

প্রশ্নকর্তা:আপনি কি করছেন তাহলে? উনার কাছে যেহেতু ঔষধ পাইলেন না, সমাধান পাইলেন না। তাহলে কোথায় গেলেন?

উত্তরদাতা:একাই ভালো হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:কোন বাচ্চা? এটা নাকি বড়টা?

উত্তরদাতা:এই ছোট।

প্রশ্নকর্তা:ছোটটার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এটা কতদিন বয়সে হয়ছিল? এখন তো পঁয়তাল্লিশ দিন।

উত্তরদাতা:পঁয়ত্রিশ দিনে হয়ছিল মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা:দশদিন আগে?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐ বাচ্চার মানে চোখে বুকের দুধ গেলে চোখ কেতরায়। পরে একাই ভালো হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা:চোখ কেতরায় মানে বুঝি নাই?

উত্তরদাতা:মানে যে চোখ, চোখ উদায়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

প্রশ্নকর্তা: চোখ দিয়ে পানি পড়ে। আচ্ছা, আর অন্য কোন সমস্যা বাচ্চার?

উত্তরদাতা:না। আল্লাহর রহমতে আর কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তা: সমস্যা নাই। এটা কতদিনে ভালো হয়ে গেছিল?

উত্তরদাতা:দশ বারো দিনে। ৩০:০০

প্রশ্নকর্তা:তো এরমধ্যে কোন ঔষধ খাওয়ান নাই? উনার কাছ থেকে যেহেতু পান নাই ঔষধ?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, আপা আপনি তো অসুস্থ মনে হচ্ছে। সর্দি?

উত্তরদাতা:হ্যা, ঠান্ডা লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: ঠান্ডা লাগছে? তো আপনি ডাক্তার দেখান নাই আপা?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তার দেখাইনি।

প্রশ্নকর্তা:ঔষধ খাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:কতদিন হয়লো?

উত্তরদাতা:এই রাতের থেকেই।

প্রশ্নকর্তা:রাতের থেকে? তো আপনি কি ডাক্তারের কাছে যাবেন নাকি এরকম কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তারের কাছে যাবোনা। এমনিতেই ঠান্ডা লাগছে হালকা মানে গরম তো অতিরিক্ত।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:গরমের থেকে ঠান্ডা লাগছে। একাই সাইরা যায়বো।

প্রশ্নকর্তা:যে গরম পড়তেছে এখন, কি অবস্থা। আবার কারেন্ট থাকেনা, না?

উত্তরদাতা:হ্যা, কারেন্ট এই যায়তেছে, আয়তেছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ঐযে আপনি যার কাছে যান, তার মানে উনার কাছে সব ঔষধ পাওয়া যায়না? কি ডাক্তার বললেন যেন? একটু বলবেন। উনার নামটা?

উত্তরদাতা:না। সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায়। মানে আছে না যে বাচ্চার এই সমস্যা। হয়তো, এমনে ঔষধ দিলে খারাপ হতে পারে, তখন মানে পরার্মশ দেয় যে, আপনি অন্য ডাক্তার দেখান।

প্রশ্নকর্তা:বাচ্চা বেশী ছোট এজন্য যদি কোন সমস্যা হয়, এজন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপা, এইযে বলে অনেকেই, এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এন্টিবায়োটিক ঔষধ এর নাম, এন্টিবায়োটিক ঔষধ সর্ম্পকে আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ সর্ম্পকে ঐ এত মনে করেন যে গুরুত্বর্পূন ঔষধ তো খাইনা। ঐযে হালকা একটু জ্বর আসে। তার জন্য ঔষধ খাই।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে এন্টিবায়োটিক ঔষধ গুরুত্বর্পূন ঔষধ?

উত্তরদাতা:তাইতো বলে ডাক্তাররা।

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তাররা তাই বলে? তো আর কি কি বলে, মানে আশেপাশে থেকে শুনছেন, বা নিজে জানেন, আমাকে একটু বলেন তো। এই এলাকার লোকজন বা আপনি কি জানেন এই বিষয়ে, কি বলে, কি বললে মানুষ বুঝবে। আমাকে একটা শিখায়ে দেন। আমার তো আরো কথা বলা লাগবে মানুষের সাথে।

উত্তরদাতা:পাড়ার মানুষের সাথে তো ঐ ঔষধের সর্ম্পকে কোন কথা বলিনা। আর কেউ বলেওনা। মানে ঔষধ খাই। কি হয়ছে, অসুখ হয়ছে। ঔষধ খায়তেছি। ব্যস।

প্রশ্নকর্তা:এটা। আর এইযে বললেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এটা হচ্ছে গুরুত্বর্পূন ঔষধ, তো আপনার কি মনে হয়, এন্টিবায়োটিক ঔষধটাকে মানুষ আরো কিভাবে মানুষ বলে? কি বলে ঐটাকে? বা আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা:নিরব রইলেন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আমি আর একটু আপনাকে সাহায্য করি এটা বলতে। তাহলে আপনি আমাকে বুঝায় দিয়েন, এন্টিবায়োটিক ঔষধটা আপনারা কিভাবে বোঝেন আরকি। ধরেন আপনার বোঝার মাধ্যমে তো আমি জানবো যে আপনার আশেপাশের লোকজন এটার সর্ম্পকে কিভাবে জানে। ধরেন আপনার জ্বর হলো। বা এরকম জ্বর হওয়ার পরে আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন। হয়তো আপনাকে দিলো হচ্ছে নাপা। এটাতো একটু আগে বললেন। নাপা তো চিনেন। তারপর হয়তো আর একটু বেশী হলো।

উত্তরদাতা:এক্সট্রা নাপা।

প্রশ্নকর্তা:নাপা এক্সট্রা দিলো। তারপরে হয়তো আপনাকে এই ফাইমক্সিল দিলো। এটা কি কখনো দেখছেন আপনি? এরকম ঔষধ, এই ধরনের এন্টিবায়োটিক ঔষধ আপনি দেখছেন কিনা?

উত্তরদাতা:না। এই ধরনের ঔষধ

প্রশ্নকর্তা:যেটা হচ্ছে ধরেন আপনাকে বললো পাঁচ থেকে সাতদিন খায়তে হবে। দিনে দুইটা করে খায়তে হবে বা দিনে একটা করে খায়তে হবে। এরকম কিছু। কোন ঔষধ খায়ছেন বা কাউকে দেখছেন, শুনছেন?

উত্তরদাতা:খাইছিযে এই ঔষধটা পাঁচদিন সাতদিন খাওয়া লাগবো। এরকম ক্যাপসুল দেখিনি। আর অন্যরকমের

প্রশ্নকর্তা:হ্যা, এগুলো সর্ম্পকে একটু বলেন তো। এগুলো কি ধরনের ঔষধ বলে? এটার সর্ম্পকে আপনি কি জানেন? মানে এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতেছি। ধরেন এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এটার সর্ম্পকে আপনি আমাকে বলেন যে এগুলোকে

উত্তরদাতা:মানে যখন নাপা বা নাপা এক্সট্রা খেলাম কিন্তু তাতেও জ্বর যায়তেছেনা। তখন পাঁচদিন বা সাতদিন এন্টিবায়োটিক ঐ ঔষধটা দেয়। যে এটা সাতদিন খান বা পাঁচ দিন খান। এজন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তা:এজন্য দেয়। তো এটা কেন দেয় আরকি?

উত্তরদাতা:জ্বর যায়না, তার জন্য।

প্রশ্নকর্তা: জ্বর যায়না।

উত্তরদাতা: জ্বর যায়না, মাথাব্যথা আছে।

প্রশ্নকর্তা:তো এটা খেলে কি সুবিধা?

উত্তরদাতা:খেলে সুবিধা, জ্বর ভালো হয়।

প্রশ্নকর্তা:জ্বর, নাপা খেলেও তো মনে হয় জ্বর ভালো হয় না?

উত্তরদাতা:ভালো হয়, নাপা খেলেও।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে ঐটা দেয় কেন?

উত্তরদাতা:ঐটা দেয় কেন, মনে করেন যে আছে না যে, হয়তো জ্বর আসছে। জ্বর অন্য কোন পর্যায়ে গেছে কিনা। তখন হয়তো মানে জ্বর অন্য কোন পর্যায়ে গেছে কিনা, তখন হয়তো এন্টিবায়োটিক দেয়। তার জন্য হয়তো ডাক্তারে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:জ্বর অন্য পর্যায়ে চলে গেলে তখন ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা:তা জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:আপনি তো বলতেছিলেন। আমি তো আপনার কাছ থেকেই জানতে আসছি। বুঝছেন? আমি হচ্ছি এটা আপনার দেখানো মানে মনে করার সুবির্ধাথে বলছি। কারন নাম বললাম। দেখাইলাম না জিনিসটা। হয়তো আপনার মনে

উত্তরদাতা:তা ঠিক আছে। এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তা:নাম শুনছেন তো এন্টিবায়োটিক এর নাম?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক নাম শুনছি।

প্রশ্নকর্তা:এটা কখন দেয়, কেন দেয় মানুষকে, কিজন্য দেয়? এই ধরনের ঔষধগুলো মানুষকে কেন দেয়? এটা কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:কি মনে হয়। আমার জ্বর আসলে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার কোনদিন দরকার হয়না। তখন মনে করেন যে এক্সট্রা নাপা, শুধু নাপা খেলেই জ্বর সেরে যায়গা।

প্রশ্নকর্তা:আপনার?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেকের সারেনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, অনেকের সারেনা। না সারলে তখন কি করে?

উত্তরদাতা:তখন এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে কি, নাপা খাওয়ার পরে অসুখ না সারলে এন্টিবায়োটিক দেয়। এটা কি আপনার মনে হয়?

উত্তরদাতা:তাইতো মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: তাইতো মনে হয়? হ্যা। তো এগুলো, তাহলে এটার কাজ আর এটার কাজের মধ্যে পার্থক্য কি আছে? কি মনে হয় আপনার? নাপা এক্সট্রা, নাপা এগুলার সাথে এই ফাইমক্সিলের?

উত্তরদাতা:আমি যেহেতু খাই নাই, তার মানে এখন ইয়ে আছে কিনা, দুইটার মধ্যে তফাত আছে কিনা, এটা আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:জানেন না। কিন্তু আপনি তো একটু আগেই বললেন যে, যে এগুলাতে না হলে অনেকের হয়তো ঐগুলাও দেয়, এন্টিবায়োটিকও দেয়। তার মানে আপনার কি মনে হয় এখন মানে এখন শুনেই আপনার কি মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা:হয়তো নাপার চাইতে এটার গুরুত্ব একটু বেশী।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি কাজটা কিভাবে করবে? কি মনে হচ্ছে আপনার?

উত্তরদাতা: এটার যদি মনে হয়, এটার কাজ একটু বেশী হবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে কি?

উত্তরদাতা:অনেকের আছে মনে করেন জ্বর যায়না। নাপা বা নাপা এক্সট্রা খেলে জ্বর যায়না। নাপা বা নাপা এক্সট্রা খেলে অসুখ সারেনা। তখন হয়তো যে এন্টিবায়োটিক দেয়। যে আপনি এটা খেয়ে দেখেন।

প্রশ্নকর্তা: যেটা বলছিলাম আমরা , এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো। এগুলো তাহলে মানুষকে এই ধরেন নাপা বা নাপা এক্সট্রা দিয়ে কাজ না হলে তখন এটা দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো এটা হয়তো আপনার মতে হচ্ছে আমি আর একটু ইয়ে করার চেষ্টা করতেছি। আমি কতটুকু বুঝছি আপনার কথা, সেটা। যে এগুলোতে যদি কাজ না হয়, এগুলো থেকে একটু ভালো হচ্ছে বলতেছেন এটা। আচ্ছা, তাহলে একটু বলেন, এইযে এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো আপনার কিভাবে কাজে লাগতে পারে? কতভালোভাবে বা কত দ্রুত কিভাবে কাজে লাগে? কেন এটা দেওয়া হয়? বা আপনাদের এখানে ডাক্তাররা কি এগুলা আগে দেয় নাকি এটা আগে দেয়। এটা একটু

উত্তরদাতা:এগুলা আগে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:এগুলা আগে দেয়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এরকম দিছে শুনছেন বা দেখছেন কিনা? এরকম ধরেন, এটা তো হচ্ছে ট্যাবলেট। অনেক সময় বাচ্চাদের জন্য সিরাপও থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা, থাকে।

প্রশ্নকর্তা:তো ঐ বাচ্চাদের কি দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা,দেয়।

প্রশ্নকর্তা:অসুস্থ হলে বাচ্চাদের দিয়ে দেয়, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা কি, কখন দেয়?

উত্তরদাতা:যখন অনেক জ্বর থাকে।

প্রশ্নকর্তা:জ্বর? কতটুকু হতে পারে?

উত্তরদাতা:একশোর উপরে।

প্রশ্নকর্তা: একশোর উপরে জ্বর থাকলে বাচ্চাদের এরকম ঔষধগুলো দিয়ে দেয়? এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এটা কি কতদিন পরে দেয়? এটা কি বলতে পারবেন মানে আপনারতো বাচ্চা আছে। পাঁচ বছর হয়ে গেছে। ৪০:০০

উত্তরদাতা:কতদিন পরে না, যদি যেয়ে মানে জ্বর একশোর উপরে তখন মনে করেন যে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:ঐদিনই দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ও আচ্ছা। আপনার বাচ্চা। আমরা যেটা বলতেছি। এন্টিবায়োটিক নিয়ে তো আমরা কথা বলতেছি। তো একটু বলেন তো। এই ধরনের এন্টিবায়োটিকগুলো কিনতে গেলে ডাক্তারের কাছ থেকে বা ইয়ার কাছ থেকে । তখন কি প্রেসক্রিপশন লাগে ঐযে যেটা কাগজে লিখে দেয়। লিখে দিয়ে, এটা দেখানো লাগে কিনা।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এমনি দেয়?

উত্তরদাতা:মনে করেন যে বড় ডাক্তার দিয়ে যদি ঔষধ লিখে আনি, তাহলে ঐ কাগজটা মনে করেন দেখানো লাগে। আর যদি এমনি যাই, তাহলে উনারাই দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:এই প্রেসক্রিপশনের তখন দরকার পড়েনা?

উত্তরদাতা: দরকার পড়েনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এটা একটু বলেনযে, আপনারতো বললেন যে , বাচ্চাদের হচ্ছে এরকম ঔষধ দেয়, যখন হচ্ছে খুব বেশী জ্বর হয়। একশো। আপনার কি মনে হয়? তখন আপনি কোন এন্টিবায়োটিকটাকে প্রাধান্য দেন, মানে তখন প্রাধান্য বলতে মনে করেন ভালো লাগে আরকি, আপনার কোনটা বেশী ভালো লাগে?

উত্তরদাতা:মানে এই ঔষধটা দিলো। এই ঔষধটা খেয়ে হয়তো আমার বাচ্চা ভালো হইলো। হঠাৎ ভবিষ্যতে যদি আবার জ্বর হয়, তাহলে ডাক্তারকে, তারে একটা ঔষধ দিছিলেন। ঐ ঔষধটা আবার দিয়েন। ভালো হয়ছিল বা জ্বর সারছিল।

প্রশ্নকর্তা:তো তার মানে হচ্ছে যে আপনার ভালো লাগে, এন্টিবায়োটিক দিলে আপনার কেমন লাগে? এন্টিবায়োটিক যখন আপনার বাচ্চাকে

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মনে করেন যে ডাক্তারে যে ঔষধ দেয়, যে ঔষধ দিলে আমার বাচ্চার অসুখ ভালো হয়, ঐ ঔষধ দিলে আমাগো ভালো লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এইযে বললেন, একশোর বেশী ইয়ে হলে বাচ্চাকে এরকম এন্টিবায়োটিক দেয়। আপনি কি মনে করতে পারেন আপনার বাচ্চার জন্য এরকম কখনো লাগছে, পাঁচ বছর তো হয়ে গেছে। ছোট বেলা থেকে।

উত্তরদাতা:হ্যা, লাগছে মনে হয়। খাওয়াইছি মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা:তখন আপনার কি মনে হয়ছে যে, এটা মানে আপনার কি মনে হয়ছে যে (সম্ভবত বাচ্চার সাথে কথা বললেন) আচ্ছা, যেটা বলছিলাম। আপনার বাচ্চাকে কি কখনো এরকম দেয়া লাগছিল , বললেন দেয়া লাগছিল। মানে দিছিল আরকি। এরকম অসুখ হয়তো জ্বর হয়ছিল। তখন দেয়া লাগছে। তখন আপনার কেমন লাগছে মানে ঔষধটা খাওয়ানোর পরে কিরকম , ওর অসুস্থতা কিরকম

উত্তরদাতা:ভালো হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:ভালো হয়ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চা পোলাপাইন।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি দ্রুত ভালো হয়ছে নাকি কিভাবে ভালো হয়ছে?

উত্তরদাতা:মানে আগের চেয়ে একটু ভালো। আস্তে আস্তে ভালোর দিকে যায়তেছে। বাচ্চা খায়তেছে। খেলাধুলা করতেছে।

প্রশ্নকর্তা:বাচ্চারা সুস্থ থাকলে তো খেলাধুলা করে,না?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চা তো একটু ভালো লাগলে মনে করেন যে খেলাধুলা করে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। এভাবেই বোঝা যায় যে ওদের ইয়া।

উত্তরদাতা:তখনই বোঝা যায়যে, ঔষধটা কাজে লাগছে। ভালো, আমারও ভালো লাগতেছে।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি মনে হয় যে দামের সর্ম্পকে একটু বলেন তো। এই ঔষধের দামের সর্ম্পকে। মানে এটার দামের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা।

উত্তরদাতা:হ্যা। এগুলার তো দাম বেশী। এন্টিবায়োটিক এর দাম বেশী।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো আপনার কি মনে হয়? দামের তুলনায় কাজটা কি ঠিকভাবে হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা, হয়।

প্রশ্নকর্তা:হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি কখনো এরকম ঔষধ আপনি রেখে দিছেন বাড়িতে, এন্টিবায়োটিক ঔষধ যেটা হয়তো পরবর্তীতে আবার লাগতে পারে। এই অসুখ যদি হয় আবার খাওয়াবো। এরকম করে?

উত্তরদাতা:না। রেখে দিইনি।

প্রশ্নকর্তা:রেখে দেননি?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তো বাড়ির মধ্যে কি আর কোন ঔষধ আছে আপনার কাছে? এটা ছাড়া? এই ইয়া, সিরাপটা ছাড়া, সিনকারা ছাড়া আর কি কোন ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এই ঔষধগুলো আছে। এটা হচ্ছে আপনার জি ফল সি আই। কার্বোনাইল , আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক। এটা কার জন্য?

উত্তরদাতা:এটা আমার জন্য।

প্রশ্নকর্তা:এটা আপনার জন্য। কতদিন পরপর কিভাবে খেতে হয় এটা?

উত্তরদাতা:এটা দুপুরে।

প্রশ্নকর্তা:একটাই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:মানে দিনে একটা খাবেন?

উত্তরদাতা:দিনে একটা।

প্রশ্নকর্তা:কতদিন খেতে বলছে এটা?

উত্তরদাতা:এটা একমাস খেতে বলছিল। বাচ্চা যখন পেটে ছিল।

প্রশ্নকর্তা:তো এখনো খাচ্ছেন এটা?

উত্তরদাতা:কয়েকটা ছিল। পরে বলি যে , ফেলাই দিবো ক্যা, খেয়ে থুমু।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, খেয়ে শেষ করতে পারেন নাই?

উত্তরদাতা:না। মনে থাকেনা।

প্রশ্নকর্তা:কোনদিন মিস গেছে, মনে থাকেনা?

উত্তরদাতা:ঔষধ খাওয়ার জন্য।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এটা হচ্ছে ক্যালবো ডি। এটা কি জন্য? ক্যালসিয়াম প্লাস ভিটামিন ডি এটা। এটাও কি আপনার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এটা কবে খায়তেছেন, কতদিন?

উত্তরদাতা:ঐ একত্রেই।

প্রশ্নকর্তা:এক সাথেই?

উত্তরদাতা:একসাথেই দিছে।

প্রশ্নকর্তা:এখনো খাচ্ছেন এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এখন খায়ছেন?

উত্তরদাতা:ঐযে কয়েকটা রয়ছে। আনি নাই। এটা যখন পেটে ছিল, আটমাস। তখন দিছিল। তখন ডাক্তারে লিখে দিছিল।

প্রশ্নকর্তা:বলছিল কি বাচ্চা হওয়ার পরেও খেতে হবে, এটা বলছিল।

উত্তরদাতা:না। তা বলে নাই। কিন্তু যে ডাক্তারের কাছ থেকে কিনছি, ঐ ডাক্তারে বলছিল। যে বাচ্চা হওয়ার পরেও খাওয়া লাগবো।

প্রশ্নকর্তা:আপনি খায়তেছেন এখন?

উত্তরদাতা:হ্যা, খাইতেছি।

প্রশ্নকর্তা:এটা কতদিন, দিনে কয়টা করে খেতে হয়?

উত্তরদাতা:এটা সকালে। শুধু সকালে।

প্রশ্নকর্তা:শুধু সকালে আর এটা হচ্ছে শুধু দুপুরে। তো মনে থাকেনা বলে এগুলো বেছে গেছে, তাইনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। মনে থাকেনা। আটমাসের কালে দিছে। আট নয়, চারমাস চলতেছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। মাঝে মাঝে তাহলে মনে না থাকে, ভুলে যান?

উত্তরদাতা:ভুলে যাই।

প্রশ্নকর্তা:এরকম আর কোন ঔষধ আছে আপনার কাছে?

উত্তরদাতা:না। আর কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:বাচ্চার কোন ঔষধ?

উত্তরদাতা:না। বাচ্চার কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি আপা, আমি এগুলোর যাওয়ার আগে কি একটা ছবি তুলতে পারি? আপনার কাছে যে এই তিনটা ঔষধ আছে, এগুলোর ছবি একটা।

উত্তরদাতা:তোলেন। সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আর হচ্ছে আপনার এই ইয়া, ঔষধের যে মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ থাকে, এটা সর্ম্পকে কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:জানি।

প্রশ্নকর্তা:একটু বলবেন।

উত্তরদাতা:যখন কিনি তখন দেইখা আনি যে মেয়াদ আছে কি আছে না। মেয়াদ না থাকলে তো আনিনা। মেয়াদ না থাকলে তো ঐটা আর খাওয়ানো যায়বোনা। ঐটা কাজ চলবোনা তো।

প্রশ্নকর্তা:কি ধরনের অসুবিধা হয় খেলে?

উত্তরদাতা:তাতো জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:তা তো জানেন না। তাহলে অসুবিধা হবে বললেন

উত্তরদাতা:অসুবিধা মানে অনেকে বলে যে এটা মেয়াদ থাকেনা, ঐটা খাওয়ানো যায়না। অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা, বলেন। অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে। তো আপনার কি কখনো মনে হয়ছে, এইযে এন্টিবায়োটিক, এই ঔষধগুলো দেয়। দামেও বেশী, বলতেছেন হচ্ছে জ্বর বেশী আসলে বাচ্চাদের এটা দেয়। তো এরকম ঔষধগুলো খাওয়ালে কখনো কি মানুষের ক্ষতি হয় কিনা। ক্ষতি করতে পারে কিনা এরকম কখনো কি আপনার মনে হয়? হয়ছে?

উত্তরদাতা:জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:ক্ষতি হতে পারে কিনা, কি মনে হচ্ছে এখন শুনে বা এখন তো আমরা আলোচনা করতেছি। এখন আপনার কি মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা:এখন এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে অতো কিছু জানা নাই যে খায়লে মানুষের ক্ষতি হতে পারে কি পারেনা। আমি তো মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক সবসময়, আমি খাই ই না। ঐ বাচ্চার যখন মানে হঠাৎ একবার মনে হয় খাওয়াইছিলাম। দুই বছর হয়ছে নাকি, অনেক জ্বর হয়ছিল তো, তখন মনে হয় খাওয়াইছি। তারপর আর খাওয়াই নাই। ঐটার প্রতি যে একটা ধারনা মানে ক্ষতি ক্ষতি কতটুকু হতে পারে আর পারেনা, এটা আমার জানা নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি মনে হয় মানে হতে পারে

উত্তরদাতা:এখন আমি খায়য়া যদি বুঝতাম যে

প্রশ্নকর্তা:বাচ্চাকে তো খাওয়ায়ছেন।

উত্তরদাতা:বাচ্চাকে খাওয়াইছি , তখন তো ওর জ্বর ভালোই হয়ছিল।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি ক্ষতি হয় বলে মনে হয়না, উপকারই হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা, উপকারই হয় মনে হয়। ক্ষতি হয়না মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা:মানে আমি আপনার কি চিন্তা করেন আরকি, এটা জানতে চাচ্ছিলাম। এন্টিবায়োটিক তো বাড়ির মধ্যে কারো না কারো খাওয়াই লাগে।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মনে করেন অসুখ যখন একবারে ভালো না হয়, তখন ডাক্তাররা দেয়। সবসময় এন্টিবায়োটিক দেয়না। নরমালটাই সবসময় ডাক্তারে বেশী দেয় যে এটা খেলে অসুখ ভালো হলে মানে অসুখ ভালো হলে ভালো। এন্টিবায়োটিক মনে হয় যে কোন একটা খাওয়া ইয়ে নাই। সবসময় খাওয়ার উপযোগী না মনে হয়। সবসময় খাওয়া মনে হয় ঠিক না। এজন্য ডাক্তারে সবসময় এন্টিবায়োটিক দেয়না। নরমাল ঔষধই দেয় সবসময় ডাক্তার। এত দামী ঔষধ বা এত পাওয়ারের ঔষধ খাওয়া টা উচিত না। কম পাওয়ারের ঔষধই খাওয়াটা উচিত।৫০:০০

প্রশ্নকর্তা:তো এই পাওয়ারের ঔষধ খেলে মানুষে ক্ষতি

উত্তরদাতা:হতেও পারে।

প্রশ্নকর্তা:কি ধরনের সমস্যা হতে, ঐযে ক্ষতি বললাম। আর একটা হচ্ছে সমস্যা হয় কিনা?

উত্তরদাতা:সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:কি ধরনের?

উত্তরদাতা:মানে অতিরিক্ত পাওয়ারের ঔষধ খেলে শুনি তো অনেকের মাথা ঘুরায়, শরীর, হাত পা ঝিমঝিম করে। খারাপ লাগে। ভিতর থেকে অস্থির লাগে।

প্রশ্নকর্তা:তখন কি করতে হয় রোগীকে, তার তো সমাধান লাগে।

উত্তরদাতা:তখন যে কি করতে হয়, এটা তো জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে আপনাদের যে গরু আছে বললেন। গরুকে তো মানুষের মতো গরুরও

উত্তরদাতা:চিকিৎসা করানো লাগে।

প্রশ্নকর্তা:(বাইরের কারো সাথে কথা বললেন) তো গরু ছাগল তো আবার বোঝাও যায়না। ওরা বলতে পারেনা। এইযে গরু আছে আপনার, হাঁসমুরগী আছে আর কবুতর আছে। এদের জন্য কি কখনো আপনার এন্টিবায়োটিক বা এরকম কিছু লাগছে কিনা, ঔষধ খাওয়ানো লাগছে কিনা?

উত্তরদাতা:না। ঔষধ খাওয়াই নাই তো।

প্রশ্নকর্তা:আজ পর্যন্ত খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এরকম হয়ছে আজ পর্যন্ত গরু ছাগল, গরু বা আপনার কবুতর বা ইয়েগুলিকে ঔষধই লাগে নাই?

উত্তরদাতা:গরুরে কোনকিছু খাওয়াই নাই। আর কবুতরকে তো কিছু খাওয়াই নাই। কবুতর সবটি মরে গেছে গা।

প্রশ্নকর্তা:আর হাঁসমুরগী?

উত্তরদাতা: হাঁসমুরগীরেও কিছু খাওয়াইনি।

প্রশ্নকর্তা:কিছু খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতা: হাঁসমুরগী মনে করেন যে হয়তেছে আর মরতেছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, মরে গেছে, কিভাবে মরছে?

উত্তরদাতা:আমি বাড়িতে ছিলামনা।

প্রশ্নকর্তা:তো ওদেরকে কি কখনো শুনছেন যে গরুকে বা ইয়েকে এন্টিবায়োটিক বা ঔষধ দেওয়া লাগে, এরকম কিছু শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতা:না এরকম শুনি নাই। যেহেতু খাওয়াই নাই, পশু ডাক্তারের কাছে যাই নাই।

প্রশ্নকর্তা:আপনাদের বাড়ির কেউ যায় নাই, বা আগে গেছিল এরকম? কখনো এন্টিবায়োটিক লাগে নাই?

উত্তরদাতা:আমাদের বাড়িতে গরু ৫২:৫০

প্রশ্নকর্তা:তো দেখেন নাই আশেপাশে বাড়ির মধ্যে? ছোটবেলা থেকে তো বড় হয়ছেন, আমি দেখছি যে সবার বাড়িতে এক দুইটা গরু আছেই।

উত্তরদাতা:ছোটবেলা থেকে, ছোটবেলা থেকে তো কিছু জানিনা। আমার মতো আমি ইয়ে করছি, আর বাপের বাড়ি সে সময় গরু, ভাইয়েরা আছে, আব্বা আছে। ওরা ইয়ে করছে।

প্রশ্নকর্তা:তখন আপনি দেখেন নাই যে গরুকে কিছু খাওয়ায়তেছে, গরুর রোগ হয়ছে?

উত্তরদাতা:কৃমির টেবলেট খাওয়াতে হয় জানি।

প্রশ্নকর্তা:টেবলেট খাওয়াতে হয়?

উত্তরদাতা:কৃমির টেবলেট।

প্রশ্নকর্তা: কৃমির টেবলেট? আচ্ছা, কখন খাওয়ায় এই কৃমির টেবলেট?

উত্তরদাতা:যখন গরুর কৃমি হয়।

প্রশ্নকর্তা:কেমনে বুঝতে পারে?

উত্তরদাতা:পেট ফুলে।

প্রশ্নকর্তা: পেট ফুলে যায়? তো আপনার কাছে কি কোন ঔষধ আছে এরকম?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:নাই। মানে গরুর জন্য।

উত্তরদাতা:না। গরুর কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এদেরকে কি এন্টিবায়োটিক দেওয়া লাগে? যেমন মানুষের জন্য এন্টিবায়োটিক লাগে

উত্তরদাতা:আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:এটা জানেন না? তো আপনার কি ধারনা হয়তেছে, যখন গরুকে এন্টিবায়োটিক যদি দেয়, ওদের কি কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা:আমি খাওয়াই নাই যখন এটা আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দুই একদিন যদি খাওয়াইতাম বা ডাক্তারের কাছে যেতাম, তাহলে বুঝতাম।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এটা একটু জানি যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স, এই সর্ম্পকে আপনি কখনো শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক এর রেজিস্টেন্স হয়, জানেন না, শুনেন নাই? তাহলে আমি একটু সাহায্য করি। ধরেন আপনার হচ্ছে যেমন, ছোট বাচ্চা তাদেরকে হয়তো বনজ ঔষধ এরকম খাওয়ালেন একবার। ঠিকমতো খাওয়ালেন না। তখন এটা আর পরে কাজ করলোনা। খাওয়াতে খাওয়াতে একটা সময় কাজ করলোনা। এখন এটাকে রেজিস্টেন্স এর মতো হয়ে গেল। তার একটা, ঐ ইয়াটা কাজ করেনা আর এরকম। প্রতিরোধ গড়ে উঠলো। এরকম এন্টিবায়োটিক, এই এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো খায়তে খায়তে কি রেজিস্টেন্স হয়ে যায়। এই সর্ম্পকে আপনি কি জানেন? মানে কখনো এটা আমার কাছ থেকে শুনে আপনার কখনো হয়তো ধারনা আসবে কিনা। আসতেছে এরকম?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এখন এই মুর্হুতে কি মনে হচ্ছে আপনার যে এন্টিবায়োটিক এটা যদি খায়, এই যে যেটা আপনাকে উদাহরন দিলাম আরকি। যে এরকম খায়তে খায়তে একটা সময় আমার খাওয়ার রুচি থাকবেনা বা এটা আমার কাজ করবেনা শরীরে। এরকম কিছু কি আপনার কখনো মনে হয়ছে, শুনছেন? কোন সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয় কিনা?

উত্তরদাতা:না, ওরকম শুনি নাই। আর তো এন্টিবায়োটিক তো মনে করেন যে অতোটা বাচ্চারে খাওয়াই নাই।

প্রশ্নকর্তা:না, ধরেন আপনি খাওয়ান নাই কিন্তু ভবিষ্যতে যে খাওয়া লাগবেনা, তাও তো বলা যায়না। অসুখ বিসুখ

উত্তরদাতা:না। অসুখ তো মনে করেন কয়ে বলে আসবেনা।

প্রশ্নকর্তা:তো এই জিনিসটা আরকি মানে একটা জিনিস খায়তে খায়তে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। এই সর্ম্পকে কি মনে হচ্ছে আপনার এখন এইযে আমার কাছ থেকে এইটুকু শুনলেন। হয়তো আগে শুনেন নাই বা আপনার মনে হচ্ছে শুনেন নাই। হয়তো শুনছেন কিন্তু মিলাতে পারতেছেন না আরকি জিনিসটা। আমার কাছ থেকে শোনার পরে আপনার কি মনে হচ্ছে , এরকম কিছু হতে পারে কিনা মানুষের শরীরে বা পশুপাখির শরীরে , যখন প্রানীকেও তো ঔষধ দেওয়া হয়।

উত্তরদাতা:হতেও পারে।

প্রশ্নকর্তা:হতে পারে। তো হলে কি সমাধান আপনি নিজে ইয়ে করেন? সমাধান কি হতে পারে? কিভাবে যাবেন , কি করবেন, এরকম হয়ে গেল ধরেন।

উত্তরদাতা:হয়ে গেল মানে ধরেন যে দুই একজনের সাথে পরার্মশ করুম। এরকম সমস্যা, এখন কি করা যায়। বা ডাক্তারের সাথে, ডাক্তার, এটা খেয়ে এরকম হয়লো, এখন কি করা যায়? উনি হয়তো একটা পরার্মশ দিবো।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কোন ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করবেন এটার জন্য?

উত্তরদাতা:যে ডাক্তার ভালো ঐ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুম।

প্রশ্নকর্তা:আপনার এই মুর্হুতে কোন ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করলে এই বিষয়টা ভালো বলতে পারবে বলে মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা:সব ডাক্তারের প্রতি অভিজ্ঞতা তো জানা নাই। কোন ডাক্তারটা কতটা ভালো। অতো গুরুত্বর্পূন তো অসুখ হয় নাই তো।

প্রশ্নকর্তা:না। আপনাদের হয় নাই। কিন্তু ধরেন হয়ে গেল। এটা তো বলা যায়না আরকি। তারপর হচ্ছে আগে থেকে চিন্তা করে রাখা আরকি এরকম হয়ে গেল বা একজন পাশের বাড়ির একজন আপনার কাছে আসলো। এরকম হয়ছে ভাবী, কি করা যায়, এই বিষয়টা আরকি।

উত্তরদাতা:কি করুম,

প্রশ্নকর্তা:কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন। এইযে বললেন, ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন। এই গ্রামের ঐ ডাক্তারের যাবেন নাকি কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন? কোন ধরনের ডাক্তারের

উত্তরদাতা:না, তখন বলুম যে ইয়ে করো। ভালো ডাক্তারের কাছে যেয়ে পরীক্ষা হয়ে ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার না দেখিয়ে

প্রশ্নকর্তা:ভালো

উত্তরদাতা:একজন এমবিবিএস ডাক্তার বা জ্ঞানী ডাক্তার আছে, সব ধরনের ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করে ডাক্তার যা বলে তাই করুম।

প্রশ্নকর্তা:মানে আপনার নিজের কি এখন দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিনা? মানে একটা চিন্তা একটা হচ্ছে কিনা যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এরকম এন্টিবায়োটিক খেলে যদি হয় বা অন্য কোন ঔষধ খেলে হয় বা অন্য কিছু খেলেই যদি এরকম হয়ে যায়, এরকম কোন চিন্তা হচ্ছে কিনা আপনার?

উত্তরদাতা:ঐরকম কোন চিন্তা ভাবনা হলে কি, তখন মনে করেন আর বাচ্চার কোন অসুখ, যেকোন অসুখ হলে মনে করেন সব ডাক্তার দিয়ে তো ঔষধ খাওয়ানো টা উচিত না। বড় ডাক্তারের কাছে নিয়া দেখায়য়া ঔষধ খাওয়ানোটাই ভালো। একজন ভালো ডাক্তার, এমবিবিএস ডাক্তার, শিশু ডাক্তার

প্রশ্নকর্তা:ঐ ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করলে সমাধান একটা পাওয়া যাবে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে মনে হচ্ছে আপনার। তাহলে আপা, আসলে ধন্যবাদ। আপনার অনেক সময় নিলাম। আর যে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করতেছি, এটা আমাদের সাহায্য করবেযে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে। এন্টিবায়োটিক এই ঔষধগুলো এবং প্রেসক্রিপশন যে লিখে, প্রেসক্রিপশন দিতে সাহায্য করবে বাংলাদেশের অন্যান্য মানুষের জন্য। এছাড়া হচ্ছে ধরেন আপনার এন্টিবায়োটিক জিনিসটা কি, এন্টিবায়োটিক বলতেছি আমরা হচ্ছে আপনার

----------oooooooooooooooooo----------